আদিত্য অনীক

যুৎসই বর্ষা চাই

ঋতুখোর বৈশাখ চিড় ধরে পড়ে আছে
উলংপ পার্কের পাছাপোড়া পৈঠায়।
ডাস্টবিন উপচানো সামাজিক আবর্জনার মমি
মরে মরে রোদ গলা রাস্তায় মন্ত্র জপে
নদীরা রিটার্ন বাসে ফেরত গেছে জলকষ্টে
পাগড়ীখসা পাকুড় নি শ্বাস খুলে বসে আছে
ধুসর তৃষ্ণা হাতে
খররোদে বাউল উড়ে গেছে কোকিল কাহনে
কোকেইন কোকেইন করে গলা ফাটা কোকিল
পাণি খেতে খালি পায়ে নেমে গেছে
রমনার বটমূলে
হরতালে পিঠপোড়া রাস্তা একা এক রিক্সায়
খালি খালি আশুলিয়া টু গ্যান্ডারিয়া করছে।

ধূসর আকাশ কালেভদ্রে খসায় মরা নক্ষত্র
বুড়ি চাঁদ হালসনে কাটা কুমারী পুকুরে
জোসনার ভাঁজ ফেলে শরীর তাতিয়ে তুলে।
ছায়াপথ ঘোলা করে ধুলো ঝাড়ে রাতের টর্নেডো
জোসনা স্রোতে ভেসে যাওয়া স্বপ্ন ও সিঁদুর পথে
আইবুরো ঘুমচোখ খুঁজে পরাজাগতিক বসন্তপনা।
চারুকলা ক্যানভাসে সংকর ষাঁড়ের নীচে
হা-মুখ ডোরাসাপ এক ফোটা চনার জন্য।
বাতাসের দাবড়ানি খেয়ে অন্তর্বাস ভিজিয়ে
ছুকরীমেঘ ধুঁয়াহাতে জিপার চেপে দৌড়াচ্ছে
দিগবিদিক। কবে যে সর পড়বে, জমবে সাঁজ,
মগ্ন নিতম্বে বাজবে ডুগডুগি।
করে যে বৃষ্টি হবে ?
খনখনে শুকনো পায়ে পায়ে বাজে
মরিচা পেরেক আর লাস্ট এপিসোড
আকাশ কবে যে তুমি গর্ভবতী হবে ?

বসে আছি ঘাটের বেদিতে

সারাটা সময় সমূহ বৃত্তান্ত আচ্ছন্ন করে
কেন যে সে এমন করে পারে ?
মনকে তাইতো বলি শীতল পাটিতে
শুয়ে কাটায় কাটা পেয়ারা খা।
জামাল খানের নাম মুখে অনিস না
কারন এখানে খালের জলের জল একরোখা
পিছলে নেমে গেলে আর ফিরে আসেনা।
হাভাতের আঁজলায় কচুরী পানায় চড়ে
হাত ছাড়া হতে হতে কাণাকড়ি ভেসে যায়
ঠক খাওয়া বোদ্ধারা বলেন কথায় কথায়।
এই কি শেষ সত্য ?
এই কি চুড়ান্ত বৃত্তান্ত ?
সাধুরা সাবধান করে । এবারের কোজাগরে
বালির উপর বাঁধা কুঁড়েঘর মিসমার হবে
সাগর উথাল ঝড়ে। আমি বলি তবে--
একদিন নোনাজল কাটা ঘায়ে লবণ ছিটাবে
জোয়ারের উদগারে বেনোজল উজান নেবে
ঘাটে চৌকাঠে পা দিয়ে দাঁড়াবে
ফিরে এসে, কারে ডেকে নিতে,
সে আশায় বসে আছি এখনো
আলো ছায়া মুখ নিয়ে ঘাটের বেদিতে।